উচ্চশিক্ষায় ৫ বছরের রূপান্তর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ লক্ষ্যে 'উচ্চশিক্ষা রূপান্তর : টেকসই উৎকর্ষ অর্জনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০)' চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে যুগোপযোগী, গবেষণানির্ভর, প্রযুক্তিবান্ধব এবং কর্মসংস্থানমুখী করে গড়ে তোলা।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইউজিসি চেয়ারম্যানের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ কর্মপরিকল্পনার খসড়া নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিস্তারিত মতবিনিময় করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। সভায় ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও আধুনিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যেই এ পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চশিক্ষা রূপান্তরবিষয়ক জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ, সরকারের অগ্রাধিকার এবং ইউজিসির কৌশলগত পরিকল্পনার সমন্বয়ে এ খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনায় পাঁচটি কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো- স্নাতকদের কর্মসংস্থান যোগ্যতা বৃদ্ধি ও চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প খাতের সহযোগিতা জোরদার ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো; ডিজিটাল রূপান্তর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার; শিক্ষক উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি; গবেষণা, উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিকীকরণ এবং সুশাসন, মান নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।

পাঁচটি কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হবে উচ্চশিক্ষার সংস্কার

২০৩০ সালের মধ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ওবিই, এআইভিত্তিক শিক্ষা চালুর লক্ষ্য

বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান

ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আউটকাম-বেইজড এডুকেশন (ওবিই), ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ইন্টার্নশিপ ও কর্মসংস্থান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলএমএস), ডিজিটাল প্রশাসন এবং এআইভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া গবেষণা প্রকাশনা ও পেটেন্টের সংখ্যা দ্বিগুণ করা, আন্তর্জাতিক গবেষণা ও একাডেমিক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণ, সমন্বিত জাতীয় উচ্চশিক্ষা তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও এতে অন্তর্ভুক্ত ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

উচ্চশিক্ষায় ৫ বছরের রূপান্তর পরিকল্পনা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) করা হয়েছে।

ড. মামুন আহমেদ বলেন, পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করার আগে দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিদ, শিল্প খাতের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে। সবার মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হবে। সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. এহছানুল হক মিলন বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা খাতের রূপান্তরের রূপরেখা ইউজিসির কাছ থেকেই আসা উচিত। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের নেতৃত্ব আরও কার্যকর ও গতিশীল হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সফল উচ্চশিক্ষা সংস্কারের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে চীন, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য শুধু মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করা নয়, বরং তাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলা। বিদেশি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক উচ্চশিক্ষার গন্তব্যে পরিণত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও সক্রিয় হতে হবে। এ জন্য বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি, আন্তর্জাতিক একাডেমিক সহযোগিতা এবং উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণে একটি সমন্বিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নেরও আহ্বান জানান তিনি।